মুহব্বতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

ইহকাল ও পরকালে লাভবান হওয়ার একমাত্র অবলম্বনই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ভালোবাসা ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা। মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধিও নির্ভর করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বতের (পরিমাণের) উপর। নবীগণ, সাহাবায়ে কিরাম ও সাধারণ মুসলমান সবার ক্ষেত্রেও তাই। উদাহরণরূপে নবীগণের মধ্যে ইবরাহীম (আ.)-এর কথা পেশ করা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ইবরাহীম (আ.) যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, আল্লাহ তাআলা তার প্রতিফল তাঁকে দান করেছেন। যেমন– ইবরাহীম (আ.) তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আ.)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মভূমিতে নিরাশ্রয় অবস্থায় ফেলে গিয়েছিলেন। বিশেষত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শুভাগমণের প্রত্যাশা করে খোদার কাছে বিশেষ মুনাজাত করেছিলেন। তা ছাড়া ইসমাঈল (আ.) ও তাঁর পরবর্তী বংশধর এবং উম্মতে মুহাম্মদীর রিযকের জন্য দু'আ করেছিলেন। যে দু'আর বদৌলতে আসহাবে সারীমের উদ্যানকে উৎপাটিত করে তাইফে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। ত্যাগ স্বীকার করার ফলে আল্লাহপাক ইবরাহীম (আ.)-এর স্মরণ ও দু'আ বিশ্ব মুমিনের ভাষায় জারি রাখলেন, যেমন দুরূদ শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামের সাথে ইবরাহীম (আ.)-এর নাম সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এমন কি নামাযেও দুরূদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ইবরাহীম (আ.)-এর নাম সংযুক্ত রয়েছে।

হিজরতের সঙ্গী হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'ছাহেব ফিল গার' অর্থাৎ গুহার সঙ্গীরূপে আখ্যায়িত করেছেন। রওদ্বা মুবারকেও তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী করে রাখা আল্লাহরই ইচ্ছা। ঘটনাটি নিম্নরূপ :

হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা.) মৃত্যুকালে ওসীয়ত করেছিলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে সমাহিত হবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি; যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দেন। অন্যথায় আমাকে যেন জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি লাভের পন্থা হল এই, মৃত্যুর পর আমাকে গোসল দিয়ে, কাফনে আবৃত করে, জানাযার নামায শেষ করে রওদ্বা পাকের দরজায় (আমার লাশ) যেন রাখা হয়। তারপর আমার লাশের পাশে এক ব্যক্তি রওদ্বামুখী দাঁড়িয়ে যেন নিবেদন করে, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার আবূবকর আপনার সামনে হাযির। আপনার খিদমতে আবূবকরের সালাম, যদি রওদ্বা শরীফ থেকে আমার সালামের উত্তর আসে তবে আমাকে রওদ্বা শরীফের পাশে দাফন করবেন নতুবা জান্নাতুল বাকীতেই দাফন করবে। যেহেতু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বত লাভের আশায় তাঁর পাশেই সমাহিত হতে চাই, সেহেতু অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করলে মুহব্বত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাব।

হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা.)-এর ওসীয়ত অনুসারে কার্য সমাপনের পর রওদ্বা শরীফে (তাঁর) সালাম পেশ করার পর উত্তর আসল এবং তালা খুলে গেল। তারপর রওদ্বা মোবারক থেকে আওয়াজ আসল, বন্ধুকে বন্ধুর কাছে পৌঁছে দাও' প্রেমের প্রতিদান আবূবকর সিদ্দীক (রা.) যথার্থই পেয়েছিলেন।

সর্বোত্তম তাবিঈ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুহব্বত রাখলে যে উচ্চ মর্যাদা লাভ করা যায় তার ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হযরত ওয়ায়েস করণীর (রা.) কথা উল্লেখ করা যায়। যদিও ঐ যুগে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন আলিম ও সালিহগণ বিদ্যমান ছিলেন তথাপি ওয়ায়েস করণী (রা.)-কে সর্বোত্তম তাবেয়ী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ যে ব্যক্তির অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বত ও আসক্তি বেশি থাকবে তিনি ততটুকু উন্নত মর্যাদা লাভ করবেন। কিয়ামত পর্যন্ত এ নিয়ম প্রচলিত থাকবে। হযরত ওয়ায়েস করণী (র.) এ পরীক্ষায় যথার্থই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

দৈহিক সম্পর্কের দ্বারা উপকার লাভ

দৈহিক সম্পর্ক ইতর প্রাণীকেও উপকৃত করে। যেমন– আসহাবে কাহফের কুকুরটি মহব্বতের দ্বারা বেহেশতের সনদ (প্রবেশাধিকার) লাভ করেছিল। হযরত সালেহ (আ.)-এর উষ্ট্রী ও ঈসা (আ.)-এর গাধা অনুরূপভাবে উপকৃত হয়েছিল। এমনকি জড় পদার্থসমূহেরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বত দ্বারা উপকৃত হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। যেমন- "উসতুনে হান্নানা' (যার আলোচনা বুখারী শরীফে আছে), ওহুদ পাহাড় (উক্ত পাহাড়ের কথাও হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বতের জন্যই ঐ সমস্ত জিনিস বেহেশতের সনদ লাভ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনকারী ও তাঁর পবিত্র শরীর স্পর্শকারীকে দোযখের আগুন স্পর্শ করতে পারে না। এটাই নিয়ম। এর সমর্থনে প্রমাণ স্বরূপ দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

এক.

বদর যুদ্ধ। সাহাবাগণ শত্রুর মুখোমুখি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করছেন।

সাওয়াদ বিন আ'মর আনসারী (রা.) নামক এক সাহাবী শাহাদতের নেশায় অথবা ঈমানী উদ্যমে সারি থেকে খানিক এগিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এক টুকরা লাকড়ি দ্বারা ধাক্কা দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিলেন। ধাক্কা খেয়ে উক্ত সাহাবী বারবার বলতে লাগলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি খুব আঘাত পেয়েছি।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তুমি কি চাও?" সাহাবী জবাব দিলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ! আমি তার বদলা চাই।" যেহেতু উক্ত সাহাবীর পিঠে আঘাত লেগেছিল, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পিঠ মোবারক এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এস! প্রতিশোধ লও।" তখন সাহাবী নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, ধাক্কা দেয়ার সময় আমার পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত ছিল কিন্তু আপনার পৃষ্ঠদেশ এখন জামা দ্বারা আবৃত।" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৃষ্ঠদেশ উন্মোচন করত: অগ্রসর হয়ে বললেন, "এখন তোমার প্রতিশোধ লও। উক্ত সাহাবী তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র পিঠে হাত রাখলেন এবং চুম্বন করে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কেনই বা চুমু দিচ্ছ আর কেনই বা কাঁদছ?" সাহাবী তখন নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি এবং আমি মুনাফিকও নই। আপনার পবিত্র শরীর স্পর্শ করার জন্য এটা একটা কৌশল মাত্র। কেননা আমি স্বচক্ষে আমার মৃত্যুকে দেখছি, উপরন্তু আমি অবগত

আছি এবং তার সপক্ষে দলীলও আছে যে, যে ব্যক্তি আপনার পবিত্র শরীর স্পর্শ করবে অথবা যার সাথে আপনার শরীর মোবারক লাগবে, নরকাগ্নি তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এটাই কামনা করেছি; মৃত্যুর আগে যে ভাবেই হোক আপনার পবিত্র শরীর স্পর্শ করে নেই, যাতে দোযখের আগুন আমার জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

দুই.

দ্বিতীয় ঘটনাটি আবূ তালিবের। যিনি মৃত্যু পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবুও দোযখবাসীদের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষ হালকা শাস্তিপ্রাপ্ত। কেবল তার পদদ্বয়ে অগ্নিনির্মিত পাদুকা পরানো হবে এবং অবশিষ্ট শরীর দোযখের আগুন থেকে রেহাই পাবে (উক্ত রেওয়ায়ত মুসলিম শরীফে আছে)। আবূ তালিবের শরীর অগ্নিমুক্ত থাকার কারণ হল তার পা দুটি ব্যতীত সমস্ত শরীরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরশ লেগেছে। স্বতসিদ্ধ নিয়ম হলো এই– যে বস্তুই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র শরীরের স্পর্শে এসেছে তার জন্য নরকাগ্নি হারাম হয়ে গেছে। তাই আবূ তালিবের শরীর দোযখের আগুন হতে মুক্ত। তিনি নিজ সন্তানের মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্নেহ করতেন, কখনও পিঠে, কখনও কাঁধে, আবার কখনও কোলে নিয়ে আদর করতেন।

ইবরাহীম (আ.) অগ্নি দগ্ধ না হওয়া

ইবরামীম (আ.)-কে অগ্নিতে নিক্ষেপ করার পূর্বে তাঁকে মজবুত রশি দ্বারা শক্ত করে বাঁধা হয়েছিল। আগুনে পরা মাত্র তাঁর সর্বাঙ্গ পুড়ে ছাই হয়ে যাবার কথা, কিন্তু তা হয়নি। ইবরাহীম (আ.)-কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার পর বলা হলো, হে আগুন! তুমি ইবরাহীমের জন্য, শীতল ও শান্তিদায়ক হয়ে যাও। ইত্যবসরে ইবরাহীমের (আ.) একটি লোমকেও অগ্নি স্পর্শ না করার কারণ কি? আগুনকে নির্দেশ না দিয়েও দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইবরাহীম (আ.)-কে এমতাবস্থায় অগ্নিকুণ্ডে রেখে দিলেও অগ্নি তাঁকে

স্পর্শ করতো না। কেননা ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে তখন নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ্যমান ছিল এবং নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগ্নির প্রভাব থেকে মুক্ত।

দ্বিতীয়ত: হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্ন দেখার পর ইসমাঈল (আ.)-কে সঙ্গে নিয়ে যখন মিনা প্রান্তরে উপস্থিত হন তখন তিনবার শয়তান প্ররোচনা দেয় এবং তিনি তার উপর তিনবার প্রস্তর নিক্ষেপ করেন। ইবরাহীম (আ.) যখন তার ছেলেকে স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করলেন তখন ইসমাঈল (আ.) সানন্দে সম্মত হলেন। পিতাকে সম্বোধন করে পাঁচটি কথা ওসীয়ত করলেন।

১। পিতা! যদি আমাকে কুরবানী করতে হয় তবে আপনার ছুরিখানা ধারালো করে নিন যেন শীঘ্রই আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে পারেন। যদি কুরবানী করতে দেরি হয় তবে হয়তো পিতৃস্নেহ এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

২। পিতা! যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আপনি আমাকে কুরবানী করতে চান তাই মজবুত রশি দ্বারা আমাকে শক্ত করে বেঁধে নিন যেন কুরবানীর পর আমার শরীর কোন প্রকার নড়াচড়া করতে না পারে। অন্যথায় প্রমাণিত হবে যে আমি স্বেচ্ছায় স্বীয় গর্দান আল্লাহর পথে কুরবান করতে দেইনি।

৩। পিতা! আমাকে উপুড় করে শোয়াবেন। যদি চিত করে শোয়ান তবে পিতৃস্নেহ খোদার নির্দেশ পালনে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে।

৪। পিতা! কুরবানী করার সময় আপনার পরিধেয় বস্ত্র গুটিয়ে নিবেন যাতে রক্ত কণিকা আপনার কাপড়ে পতিত না হয়। কেননা, রক্ত চিহ্ন নিয়ে যদি আপনি ঘরে ফিরেন তবে জননীর হৃদয় পুত্র শোকে বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

৫। পিতা! আমার জননীকে কখনও কুরবানীর সংবাদটি বলবেন না। কেননা তিনি ধৈর্যহারা হয়ে পড়তে পারেন।

অত:পর ইবরাহীম (আ.) সানন্দে কুরবানী করতে উদ্যত হলেন এবং ইসমাঈল (আ.) প্রফুল্লচিত্তে স্বীয় গর্দান পেশ করলেন। ইবরাহীম (আ.) সর্বশক্তি নিয়োগ করে ছুরি চালালেন কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হল না। ক্রোধ ভরে পাথরে ছুরিকাঘাত করলেন। পাথর কেটে গেল তথাপি ইসমাঈলের (আ.) গর্দান কাটল না। তার কারণ বর্ণনা হয় যে। তখন নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসমাঈলের (আ.)-মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। এই নূরের কারণেই দোযখ উম্মতে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে নিস্কৃতি লাভের জন্য প্রার্থনা করবে এবং বলবে, হে মুমিন! তুমি তাড়াতাড়ি চল, কারণ তোমার নূর আমার অগ্নিস্ফূলিঙ্গকে নির্বাপিত করে ফেলবে। মোট কথা– রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুহব্বত বা শারীরিক সম্পর্ক দ্বারা দুনিয়ায় মানুষ ছাড়া আরো অনেক কিছুই মর্যাদাবান হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুহব্বত নাযাতের অন্যতম উপায়।

[মাসিক পরওয়ানা]